বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০১৩

অর্থনৈতিক উপদেষ্টা অনুবিভাগ
অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়
www.mof.gov.bd

বাংলাদেশ
অর্থনৈতিক সমীক্ষা
২০১৩

অর্থনৈতিক উপদেষ্টা অনুবিভাগ
অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জুন ২০১৩

মুদ্রণে ঃ

বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়
তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮।

মুখবন্ধ

বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা সরকারের একটি গুরুত্বপূর্ণ বার্ষিক প্রকাশনা। সমীক্ষাটিতে সামষ্টিক অর্থনীতির গতি-প্রকৃতি, সরকারের বিভিন্ন উন্নয়ন নীতি ও কৌশল এবং অর্থনৈতিক খাতভিত্তিক অগ্রগতির ওপর আলোকপাত করা হয়। প্রতি বছর বাজেট দলিলের সাথে সমীক্ষাটি জাতীয় সংসদের বাজেট অধিবেশনে উপস্থাপিত হয়।

২. ২০০৯ সালে বর্তমান সরকার বিশ্ব অর্থনৈতিক মন্দার অভিঘাতসৃষ্ট নানামুখী চ্যালেঞ্জকে সামনে রেখে দেশ পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করে। তা সত্ত্বেও বিচক্ষণ রাজস্ব ও মুদ্রানীতি গ্রহণ এবং সুষ্ঠু অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সরকার সেসব চ্যালেঞ্জকে মোকাবেলা করে। এতে সামষ্টিক অর্থনীতি স্থিতিশীল থাকায় সাধারণ মানুষের জীবনমানে দৃশ্যমান উন্নতি ঘটে।

৩. লক্ষ্যণীয় যে, বর্তমান সরকারের চলমান মেয়াদে ২০১১-১২ অর্থবছর পর্যন্ত বাংলাদেশে জিডিপির গড় প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে ৬ শতাংশের ওপর। বিবিএস আট মাসের তথ্যের ভিত্তিতে চলতি ২০১২-১৩ অর্থবছরে জিডিপি'র বার্ষিক প্রবৃদ্ধির হার ৬.০৩ শতাংশ বলে পূর্বাভাস দিয়েছে। এই সাময়িক হিসাব অনুযায়ী পরিবহন, সংরক্ষণ ও যোগাযোগ, মৎস্য, খনিজ ও খনন উপখাতসহ কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ উপখাতের প্রবৃদ্ধি পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়েছে এবং কৃষিখাতে বিশেষ করে শস্য ও শাকসব্জি উপখাত এবং বিদ্যুৎ, গ্যাস ও পানি সম্পদ খাত এর প্রবৃদ্ধি কিছুটা হ্রাস পেয়েছে। এই হিসাবে কতিপয় ক্ষেত্রে যেখানে উচ্চহারে প্রবৃদ্ধি প্রায় নিশ্চিত সেখানে যেমন আলু, ভুট্টা ও বোরো সম্বন্ধে গত বছরের প্রাক্কলন বিবেচনায় নেওয়া হয়েছে এবং অন্যান্য অল্প গুরুত্বপূর্ণ ফসল যেখানে অনবরত বিপ্লব সাধিত হচ্ছে তার যথাযথ হিসাব এখনো নেওয়া হয় নি। একইভাবে সরকারি খাতে বিনিয়োগের ঊর্ধ্বমুখী তৎপরতাকেও এত গুরুত্ব দেওয়া হয় নি। তাই আমাদের ধারণা বর্তমান অর্থবছরে প্রকৃত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি গত বছরের হারের চেয়ে কোনমতেই কম হবে না এবং তা ৬.৫ থেকে ৬.৮ শতাংশের মধ্যে হবে।

৪. ২০১২-১৩ অর্থ বছরের সামষ্টিক অর্থনীতির অন্যান্য সূচকগুলোর দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে মূল্যস্ফীতির চাপ বর্তমান অর্থবছরে ক্রমান্বয়ে হ্রাস পেয়ে মার্চ ২০১৩ সালে ৬.৩২ শতাংশে দাঁড়িয়েছে – যা পূর্ববর্তী অর্থবছরে একই সময়ে ছিল ১১.১১ শতাংশ। এ অর্থবছরে জুলাই-ফেব্রুয়ারি সময়ে রপ্তানি আয় পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় ৯.৪ শতাংশ বেড়েছে; অন্যদিকে আমদানি ব্যয় হ্রাস পেয়েছে ৬.৩ শতাংশ। এর প্রভাবে ডলারের বিপরীতে টাকা শক্তিশালী হয়েছে। তবে এ পরিস্থিতি যাতে অর্থনীতিতে কোন নেতিবাচক প্রভাব না ফেলে সে বিষয়ে সরকার সচেতন থেকে প্রয়োজনীয় সর্তকতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করছে। অন্যদিকে চলতি বছরে গত আট মাসে রেমিটেন্স প্রবাহেও উল্লেখযোগ্য হারে (১৭.৩৫ শতাংশ) প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে এবং বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ৩০ এপ্রিল ২০১৩ তারিখে ১৫ বিলিয়নে পৌঁছেছে।

৫. রাজস্ব আহরণে গত তিন বছরে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জিত হয়েছে। চলতি অর্থবছরের মার্চ,২০১৩ পর্যন্ত রাজস্ব আহরণ লক্ষ্যমাত্রা থেকে সামান্য পিছিয়ে থাকলেও সামনের মাসগুলোতে তা লক্ষ্যমাত্রায় পৌঁছবে বলে আশা করা যায়। তবে উপুর্যপরি হরতালসহ রাজনৈতিক অঙ্গনে সংঘাতময় পরিস্থিতি রাজস্ব আহরণসহ সামগ্রিক অর্থনীতির জন্য ঝুঁকির সৃষ্টি করতে পারে।

৬. বাজেট প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে 'সরকারি অর্থ ও বাজেট ব্যবস্থাপনা আইন, ২০০৯' –এর বিধানমতে প্রতি প্রান্তিকে বাজেট বাস্তবায়ন ও আয় ব্যয়ের গতিধারা এবং সামষ্টিক অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ সংক্রান্ত প্রতিবেদন জাতীয় সংসদে উপস্থাপন করা হচ্ছে। গত ২০১১-১২ অর্থবছর থেকে সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামো ব্যবহার করে তাদের বাজেট প্রণয়ন করছে। এতে বাজেটকে সরকারের নীতির সাথে সম্পৃক্ত ও সম্পদ বন্টনকে মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তরসমূহের কর্মকৃতির সাথে সম্পর্কিত করা সম্ভব হচ্ছে। এছাড়া এ কাঠামো ব্যবহৃত হওয়ায় বাজেট বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন প্রক্রিয়াও শক্তিশালী হচ্ছে।

৭. এ সমীক্ষায় দেশের সার্বিক অর্থনীতির মূলধারা বিশ্লেষণ এবং অর্থনীতির গুরুত্বপূর্ণ খাতসমূহের পর্যালোচনা করা হয়েছে। পাশাপাশি দারিদ্র্য বিমোচন, মানবসম্পদ উন্নয়ন এবং বেসরকারি খাত উন্নয়নের বিবরণও দেয়া হয়েছে। সমীক্ষার তথ্য ও উপাত্ত উৎসাহী পাঠক, নীতি-নির্ধারক, গবেষক, শিক্ষাবিদ, শিক্ষার্থী, আগ্রহী ব্যক্তি ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রয়োজন পূরণ করবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

৮. মূল্যবান তথ্য ও উপাত্ত সরবরাহ করে যে সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা সহযোগিতা করেছে আমি তাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। অর্থ বিভাগের অর্থনৈতিক উপদেষ্টা অনুবিভাগের কর্মকর্তা ও কর্মচারিবৃন্দ সমীক্ষাটি প্রণয়ন, সম্পাদনা ও প্রকাশনায় যে পরিশ্রম করেছেন সে জন্য তাঁদেরকেও জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ।

(আবুল মাল আবদুল মুহিত)
মন্ত্রী
অর্থ মন্ত্রণালয়